প্রশ্ন: এইযে হাস-মুরগীটা পালন করতেছেন এইটা কতদিন ধরে পালন করছেন ?

উ: আমি এইতো একবৎসর ধইরা এর আগে আবার সৌদি ছিলাম । সৌদি থেকে আসার পর বৎসর দুই পালছি

প্রশ্ন: কতদিন আগে সেটা ?

উ: সেটা ২০০৭/২০০৯

প্রশ্ন: ২০০৭/২০০৯ দুই বছর তখন দেশে ছিলেন ?

উ: দেশে ছিলাম ।

প্রশ্ন: এখন আর এইবার আসছেন কত সালে ?

উ: এইবার আসছি ২০১৫সালে

প্রশ্ন: এখন একবছর ধরে আবার পালতেছেন ?

উ: হ

প্রশ্ন: তার মানে এইটা আপনার মুল আয়ের উৎস না ?

উ: না ,মানে ইডাই হচ্ছে বিদেশ । দুই ছেলে আছে ,দুই ছেলেতো লেখাপড়া করে আমার মুলই হচ্ছে বিদেশ ভাইরা সবাই তো আলাদা এখন আমি এইখানে থাকি ই পাইলে এইখানে কিছু মুরগী উঠাই

প্রশ্ন: দেশে আসলে ওই সময়টা বসে না থেকে, তো ভাইয়ের বয়স কিরকম হবে ?

উ: আমার বয়স এই ৪৪/৪৫

প্রশ্ন: আচ্ছা পড়ালেখা করছেন কতটুকু

উ: এই এস.এস.সি পাশ

প্রশ্ন: তো এইযে এক বছর পালন করলেন এই কয়বার মুরগী তুলছেন এইখানে ?

উ: এই পাঁচবার

প্রশ্ন: তো সর্বশেষ বার যখন তুলছেন তখন এইখান থেকে লাভ আসছিল কত ?

উ: সর্বশেষ এখনো আছে এখনো বিক্রি করিনাই

প্রশ্ন: একবছরে একনো বিক্রি করেন নাই ?

উ: এর আগে ,মাসে মাসে বিক্রি হয় আবার উঠাই

প্রশ্ন: মানে গত মাসে এর আগের বারের চালান যে বেচছেন কত টাকা লাভ ছিল ?

উ: গতবারে খুব একটা লাভ হয় নাই

প্রশ্ন: আনুমানিক আমি যাষ্ট জানতে চাচ্ছি যে গড়পড়তা কতটাকা লাভ হয় ?

উ: এই মুরগীর সমস্যা ছিল অনেক মুরগী মারা গেছে

প্রশ্ন: অনেক মুরগী মারা গেছে ?

উ: হ্যা আর বাচ্চার দাম থাকে বাড়া মুরগীর দাম থাকে কম। বাচ্চা আনতে হয় ৭০টাকা কইরা একদিনের বাচ্চা মুরগী বেচন লাগে ১২০টাকা কেজি এইজন্য লাভ হয় না একেক সময় একটু হয় আবার দেখা গেছে

প্রশ্ন: তাত গড়পড়তা কত ১৫/২০ হাজার থাকে

উ: হ এইরকম থাকে

প্রশ্ন: এখন এই মুর্হেত্তে আপনার র্ফামে কতগুলি মুরগী আছে ?

উ: এই সাতশর মত

প্রশ্ন: সাতশর মত মুরগী আছে এইগুলির বয়স কত এখন ?

উ: এখন চৌদ্দ দিন

প্রশ্ন: তো এইযে র্ফামে দেখাশুনা করতেছেন এইরকম কি কি কাজ করতে হয় আপনাকে ?

উ: এই মুরগীর পানি দিতে হয় খানা দিতে হয় এইযে কারেন্টের লাইট টাইট এইগুলা দেখতে হয়,ভুষিগুলা একটি নাড়াইয়া দিতে হয়

প্রশ্ন: ভুষিগুলা যখন নোংরা হয়ে যায় কতদিন পরপর চেঞ্জ করতে হয় ?

উ: এইগুলা প্রথমে যেখানে নোংরা বেশী হয় ওইটি ফালায় দেয় তারপর আর ফালান হয় না একমাস পর মুরগী হেইডা বিক্রি কইরা

প্রশ্ন: তখন আবার সব ফেলে দেন ?

উ: ২৮/২৯ দিন তিরিশদিনের ভিকরে মুরগীটা বিক্রি কইরা দেই

প্রশ্ন: কতটুকু ওজন হয় তখন ?

উ: পারলে দুই কেজি

প্রশ্ন: ভুসিটা ফেলেন কি যেখানে বিজে টিজে যায় সেই জায়গাগুলো

উ: যেখানে একটু পানি ভিজে ওই ভুষিটুকু ফালাই দেই তারপর নতুন ভুষি দেই

প্রশ্ন: এইযে হাস-মুরগীর যে,মুরগীর যে বাচ্চাগুলো এইগুলা কোথা থেকে কিনেন ?

উ: এইটা ওই ঢাকা থাইকা আসে হ্যাচারী যাদের আছে আমি সারাসরি আনি না এজেন্ট এর মাধ্যমে

প্রশ্ন: এজেন্ট কোথায় ?

উ: ধরলাতে

প্রশ্ন: সব সময় কি ধরলা থেকে কিনেন ?

উ: ধরলা থেকেই এজেন্টের মাধ্যমেই খানা আনি বাচ্চা আনি ওর মাধ্যমেই বিক্রি করা হয়

প্রশ্ন: সব জায়গায় কি একি সিস্টেম

উ: সব জায়গায় প্রায় একি সিস্টেম

প্রশ্ন: তো এইখানে কি ধরেন অনেকগুলো মুরগী বিক্রিকারী এজেন্ট আছে না নাকি একটাই আছে ?

উ: আছে কিছু অনেকগুলাই আছে

প্রশ্ন: অনেকগুলাই আছে তো অনেকগুলার মধ্যে এইটাকেই বাছতেছেন কেন ?

উ: কোনটা

প্রশ্ন: মানে যেখান থেকে কিনতেছেন ওইখান থেকে কিনার কোন সুবিধা আছে কিনা

উ: আছে একটু সুবিধা তো ওর সুবিধাও আছে আমাদেরও, আমাদের সুবিধা মানে পুরা পয়সা টা ওর দিতে হয় না

প্রশ্ন: আচ্ছা কিছু বাকিতে

উ: ধরতে গেলে ৮৫% বাকিতে আর ২০% আমরা দেই

প্রশ্ন: চালান কম লাগে ?

উ: চালান কম লাগে আবার মুরগী বিক্রি কইরা নিয়া

প্রশ্ন: যদি মুরগী কোন কারনে লাভবান না হন

উ: লাভবান না হইলে লস আমার । লাভ হইলেও আমার লস হইলেও আমার

প্রশ্ন: মুরগীর বাচ্চার কোয়ালিটির কথা কি চিন্তা করেন এইটা লেনদেনের সুবিধা দেখে আপনি আনেন কিন্তু মুরগীর বাচ্চা ভাল কোনটা ?

উ: ভালোর দিক থাইকা ওরা তো বলে যে এইটা ভাল বাচ্চা আমরা তো আর এতটুকু বুঝি না যে ভাল বাচ্চাটা কোনটা । হ্যাচারীতেও দেহিনা যাইয়া যাইয়া দেহিনা কোন বাচ্চাটা ভাল তারা যেইটা বলে সেইটাই ভাল ।একনম্বও বাচ্চা দেইন এক নম্বরই দিছে

প্রশ্ন: এক নম্বর দুই নম্বর গ্রেডিং আছে ?

উ: এইরকম বলে আছে এ,বি সি এই রকম আছে

প্রশ্ন: এইগুলির দামের পার্থক্য আছে

উ: দামের পার্থত্য হয়তো দুই টাকা তিনটাকা তম বেশী হবে

প্রশ্ন: তো এইটা কি আশেপাশের লোকজনের কাছে শুনেন যে কোনটা ভাল কোন ব্র্যান্ডেরটা ভাল ?

উ: আমার মতো যে সমস্ত র্ফাম আছে ওদের ওইভাবেই যায় এখন খারাপ দিয়াও যদি বলে ভাল একেক সময় দেহা যায় মুরগী ভাল হইছে লোকে কইব আমারে ভালডাই দিছে

প্রশ্ন: ওদের কথার উপরেই বিস্বাস করেন

উ: হ্যা

প্রশ্ন: আর খাবার টাবার কি ওদের কাছ থেকেই কিনতে হয় ?

উ: খাবারও ওরাই দেয়

প্রশ্ন: সব পোল্ট্রি ফিড ওরাই দেয়?

উ: হ ওরাই দেয়

প্রশ্ন: ঔষধগুলা

উ: ওষুদও ওখান থেকেই আনি

প্রশ্ন: এইটা কি কোন চুক্তি আছে নাকি

উ: না এখানে কোন চুক্তি নাই

প্রশ্ন: কিন্তু আপনারা ওইখান থেকে আনেন কেন বাকিতে আনা যায় ?

উ: ওখানে বাকিতে আনা যায়

TF_2701_CPF

প্রশ্ন: ঔষধ টৌষধ সব কিছু

উ: দেহা গেলো যে ওদের হাতে ডাক্তার এর যোগাযোগ আছে ওই রাখে ফার্মেসীতে রাখে

প্রশ্ন: ওদের নিজস্ব ডাক্তার আছে

উ: ওদেও এমনে নিজস্ব ডাক্তার নাই ওরা ফার্মেসী থেকে ওষুদ দেয় আর হ্যাচারীর যে ডাক্তারগুলা যে আছে ওদের সাথে যোগাযোগ করে যে এই সমস্যা আছে এই অসুখটা খাওয়ান লাগব এভাবে

প্রশ্ন: মানে ওরা ফোন করে আপনার হয়ে ওরা ফোন করে যে আমার খামারী একজন আসছে মুরগীর এই সমস্যা হইছে এইটা কি ঔষধ দিব তো ঔষধ কোম্পানীর ওরা আবার হ্যাচারীর ডাক্তার ওরা কখনও দেখে কি হইছে না হইছে ?

উ: না ওরা দেখে না

প্রশ্ন: এইখানে কোন ডাক্তার বা অসুখ হইলে কে দেখে এসে ?

উ: ওই যে ডিলার আছে ওই দেখে

প্রশ্ন: ডিলারের লেকজন মানে ডাক্তার না,মানে ওদের অভিজ্ঞতা খেকে ওরা ঔষধ দেয়

উ: হ

প্রশ্ন: তো এই যে মুরগীর বাচ্চাগুলো পালতেছেন তো সবাই তো চায় তার পোল্ট্রিগুলা ভাল থাকুক ধরেন আমরাও যেমন ভাল থাকার জন্য ভাল খাবার খাই বা অসুখ বিসুখ হইলে ঔষধ খাই আবার কখনও অসুখ না হইলেও ভিটামিন টিটামিন খাই যাতে শরীরে একটু বল আসে তোএই মুরগীর বাচ্চাগুলো যাতে ভাল থাকে ভাল হয় বা ব্যবসায় সফল হোন তার জন্য কোন কোন জিনিসগুলা আপনি বেশী করেন বা কোন কোন জিনিসগুলার দিকে বেশী গুরুত্ব দেন ?

উ: দেখেন মুরগী যদি সুস্থ থাকে তাহলে বেশীর ভাগেই ওজন বাড়ানোর জন্যে ইয়ের জন্যে একটু ভিটামিন তারপর যে খাদ্য গুলা আছে তাতে ভিটামিন বেশী কিন্তু ভিটামিন খুব একটা খাওয়াইতে হয় না এইজন্যে খাদ্যেও মধ্যে ভিটামিন আছে ওই ভিটামিন খাইলেই মুরগী বাড়ে । মুরগী যদি একটু অসুস্থ থাকে এইভাবে সর্দি বেশীর ভাগই মুরগীর ঠান্ডা লাগে ঠান্ডার থেকেই মুরগীর নানা রকম সমস্যা হয়,ঠান্ডা লাগলেই মুরগী গুলা আস্তে আস্তে কম খাবে আগে থাইকা ওজন কম হবে । আর যদি সুস্থ থাকে খানাই চইলা যায় । খানাই ভাল আর সাদা পানি

প্রশ্ন: ঠান্ডার জন্য কি মানে ঠান্ডা লাগলে কি ঔষধ দেন নাকি আগে থেকেই দিলে কাজ হয় ?

উ: না আগে থাইকা ঠান্ডা ঠান্ডা যে প্রাইভেট একটু ঠান্ডা ওই টাইমে একটু ঠান্ডার ওষুদ দিলেও চলে তারপরেও দেখা যায় যে ঠান্ডা লাগতেছে মুরগী পালতে পালতে বুঝা যায় যে মুরগীর সমস্যা আছে ঠান্ডা লাগে কি জাড়ি পারতাছে হা কইরা নি:শ্বাস নিতাছে তাহলে বুঝতে হবে যে ঠান্ডার ভাব আছে তখন ঠান্ডার ওষুদ খাওয়াই

প্রশ্ন: এছাড়া ধরেন আর কোন ইয়ে যেমন ধরেন খাবারের মধ্যে তো অনেক ধরনের খাবার আছে কোনটা হচ্ছে একটু বেশী মাত্রার ভিটামিন বা ঔষধ দেওয়া কোনটা হয়ে তা একটু কম দেওয়া

উ: খাবারের মধ্যে ছোট বড় মাঝারি এইধরনের খাবার আছে

প্রশ্ন: মানে বিভিন্ন মুরগীর খাবার বিভিন্ন ?

উ: হ্যা ছোট বাচ্চার জন্য যখন আনি ওইটা খুবি ছোট দানা কিন্তু হয়তো বেশী ই না ওই ইয়ের চাইতে ৫০/১০০টাকা বস্তা বেশী

প্রশ্ন: ছোট মালের ?

উ: হ কিন্তু খানা একি কোম্পানী ওরা একি মালেই বানায় ওই ডেট দেওয়া আছে ছোট থাইকা এই পর্যন্ত এই খানা চলবো আর এত তারিখ থাইকা এত তারিখ পর্যন্ত এই মাজারটা চলব

প্রশ্ন: খানার মধ্যে কি ধরনের ঔষধ থাকে এইটা কি জানেন আপনি ?

উ: না আমি জানিনা

প্রশ্ন: শুধু কি ভিটামিন দেয়

উ: ভিটামিন দেওয়া থাকে কেউ কেউ বলে যে খইল দেয় ভুষি দেয় চাউলের গুড়া এইগুলা দিয়া বানায়

প্রশ্ন: এইযে বললেন যে খাবার দেন কেনা খাবারই তো সব ?

উ: হ

প্রশ্ন: কেনা খাবারের বাইরে তো কিছু দেন না এছাড়া হচ্ছে যখন অসুখ বিসুখ লাগার সম্ভাবনা থাকে আগাম ঔষধ দিয়ে দেন যাতে আর অসুখ বিসুখ না হয়, তো খাবার কেনার সময় কোন জিনিসটা কে বেশী প্রাধান্য দেন মানে বাজারে ধরেন ৪/৫ রকমের খাবার আছে বা আপনি নিজে যখন বাজারে গিয়ে ৩/৪টা খাবার দেখেন কেনার সময়তো একটা নির্দিষ্ট একটা ইয়ে নিয়ে যাই এই জিনিসটা কিনব কারন এইটার উদ্দেশ্য এইটা, এইটা আমি এই কারনে কিনব মুরগীর খাবার কেনার সময় কোন জিনিসটা মাথায় রাখেন ?

উ: এইটা মুরগীর একেকজন একেক খানা ব্যহার করে একেক কোম্পানী আমি যেখান থেকে খানা এ করি একি খানা আছে বেশীর ভাগই বিস্বাশ কোম্পানী আছে তো বিস্বাস কোম্পানীর খানা আমারে দেয় সব সময় এর আগে কাজীর কোম্পানী ছিল কোম্পানীর খানাও দিত ।কাজী কোম্পানী এখন আনে না

প্রশ্ন: সাপ্লাই দিচ্ছে না ?

উ: সাপ্লাই দিচ্ছে না সব বিস্বাসের খানা দিচ্ছে

প্রশ্ন: তার মানে এখানে আপনার সিদ্ধান্ত নেয়ার কিছু নাই দোকানে যা থাকে তাই নিতে হয়

উ: না,এখন আমি বইলা দিমু ভ্যান পাঠাইয়া দিমু ভ্যান না পাঠাইলে বইলা দিমু আমার খানা দরকার খানা পাঠাইয়া দেন ,খানা ৫/৬ বস্তা যা লাগে

প্রশ্ন: আপনি কোন কোম্পানীর নাম উল্লেখ করেননা ওর কাছে যা থাকে ওইটাই দিয়ে দেয়?

উ: হ,এর কাছে আছেই ওইগুলা

প্রশ্ন: যখন যেইটা থাকে

উ: হ যদি এইগুলা না থাকে তাইলে অন্য খানা দিব

প্রশ্ন: তারমানে হচ্ছে ওদের কাছে যখন যেটা থাকে ওরা সেইটাই কাস্টমার কে দেয় ?

উ: হ, তারপরে ওরা বেশীর ভাগই একি কোম্পানীর খানা সাপ্লাই দেয়

প্রশ্ন: এই যে ধরেন আমাদের যেরকম আমরা ফল মূল, শাক-সবজী ,মাছ মাংস সবই খাই তারপরেও একটু বাড়তি পুষ্টির জন্য হয়তো ভিটামিন খাই,ক্যালসিয়াম খাই তো মুরগীকে এইরকম বাড়তি পুষ্টি দেওয়া জন্য সম্পুরক কোন কিছু দেন কিনা ?

উ: আছে এইযে নানারকম মেডিসিন আছে ভিটামিন জাতীয় আছে ওইগুলা খাওয়াইলে কি হয় মানুষে বলে যে ওজন বাড়বে ওর আবার পয়সাও বেশী দামও বেশী

প্রশ্ন: খরচও বেশী

উ: খরচও বেশী এই যে দেখা গেছে যে বেশী পয়সা খাওনির পরে মুরগী হেইরকম হইল না আবার পয়সা লস হইয়া যাইব। অহন অন্যান্য হেচারী বা ফার্মওয়ালাও বলে যত ওষুদ ভিটামিন কম খাওয়াইবা খরচ কম করবা ভাল হয়

প্রশ্ন: লাভ বেশী

উ: হ,সুস্থ মুরগীরে এত ওষুদ বা ভিটামিন খাওয়ানোর প্রয়োজন হয়না ।খাদ্যের মধ্যে যা আছে তাই চলবে তারপরেও মাঝে মাঝে একটু এক জায়গায় কথা শুনে আইডিয়া দেওন লাগে আপনি এইডা খাওয়াইয়েন এইভাবে দুইএকবার

প্রশ্ন: বলেযে আমি এইটা খাওয়াইছি আপনিও খাওয়ান ভাল হচ্ছে

উ: ভাল হচ্ছে এইরকম আরকি

প্রশ্ন: তার মানে আপনারা হচ্ছে আশেপাশের খামারী যারা তাদের কাছে শুনেন আর ঔষধ ওই এজেন্ট এর কাছে শুনেন ?

উ: হ

প্রশ্ন: ঔষধ কোম্পানীর লোকজন আইসা বলেনা

উ: না, ঔষধ কোম্পানীর লোকজন এইখানে আসেনা আসলে এজেন্টের ওখানে আসে

প্রশ্ন: আচ্ছা ওদের সাথে দেখা হইলে ওরা কি বলে যে ভাই আপনার মুরগীর এই ঔষধটা খাওয়ান এই ঔষধটা খাওয়াইলে তাড়াতাড়ি বাড়বে ?

উ: না,আমাদের বলেনা ,ওই এজেন্টের কাছে বললে যে ওষুদ রাখেন ওই বলে

প্রশ্ন: আপনাদেরকে বলে ?

উ: না এভাবে বলেনা যদি বলি যে মুরগী বাড়তাছে না তাইলে কি করা যায় কয় তাইলে এই ওষুদ নিয়া খাওয়ান এইটা বলে ।কোন ওষূদ যে জোড় কইরা দিব কইব খাওয়াইতে থাকেন খাওয়াইতে থাকেন তানা

প্রশ্ন: মানে যখন আপনি সমস্যার কথা বলেন ওরা তখন ওইটার প্রতিকারটা দেয় ?

উ: হ যেটা দিলে ওজন বাড়ব তাইলে দেহা গেছে ফার্মওয়ালা কিছু পয়সা ধরতে পারব

প্রশ্ন: ঔষধের দাম কেমন বেশী ?

উ: কিছু কিছু আছে দাম বেশী কিছু কিছু কম আছে

প্রশ্ন: তো এইযে ভিটামিন বললেন আর ক্যালসিয়াম দেয়া হয় ?

উ: ক্যালসিয়ামেও এইরকম আছে

প্রশ্ন: আপনি দিছেন কখনও ?

উ: আমি দেই মাঝে মাঝে দেই কিন্তু এইডাই এখন পর্যন্ত দেইনাই

প্রশ্ন: আচ্ছা এই ব্যাচে দেন নাই ?

উ: না ক্যালসিয়াম দিতে হয় ওই ১৭/১৮ দিনের পরে থেকে

প্রশ্ন: মানে যখন মুরগীর ওজন বাড়ে তখন এইটা কি মুরগীর পায়ে ভড় রাখার জন্য

উ: যদি বলে প্যারালাইসিস হয় বইসা থাকলে একটু ল্যাংরা ল্যাংরা সাইজ হইতে চায় ল্যাংরায়

প্রশ্ন: মুরগীর ওজন যাতে পাটা নিতে সক্ষম হয় তখন একটু ক্যালসিয়াম খাওয়ানো হয়

উ: ক্যালসিয়াম খাওয়ানো হয় যেকোন ওষুদই তিন দিন পাচদিন এইরকমই এর বেশী হয় না ।তিনরাত দেয়া হয় বা পাচরাত দেয়া হয়

প্রশ্ন: এইযে ঔষধগুলা কোত্থকে কিনেন ?

উ: আমিতো ওই এজেন্টের কাছ থেকেই

প্রশ্ন: ধরেন আপনার এখানে ৩/৪টা মুরগী দেখতেছেন একটু ঝিমাচ্ছে বা অসুস্থ তখন কি করেন ?

উ: এখন ওই ছোট মুরগী যদি দেখি যে এইভাবে আমিতো দেখি যে মারা গেছে যায়গা একেক সময় তখন ফালাইয়া দেই আবার কিছু কিছু আছে যে সুস্থ হয়

প্রশ্ন: দেখতেছেন ঝিমাচ্ছে অন্য মুরগী থেকে একটু আলাদা তখন কি করেন ?

উ: অন্য মুরগীগুলা যেটা ঝিমাচ্ছে ছোট মুরগী হইলে হয়তো মারা যাইব সাইডে থুইয়া দেই বাহিরে আইনা

প্রশ্ন: ঝিমানো দেখলেই আলাদা করে ফেলেন ?

উ: অসুস্থ যদি থাকে তাইলে ওখানে মারা যাইব ফালাইয়া দিব আর তাজাডাতো ঢিল দিয়া ফালাইতে খারাপ লাগে

প্রশ্ন: যখন ধরেন এখন তো এইগুলি খাওয়ার মতো হয়নাই

উ: না, খাওয়ার মতো হয়নাই

প্রশ্ন: যখন এইগুলা আরেকটু বড় সাইজের হয় ধরেন এককেজির উপরে হয় তখন ঝিমাইতে দেখলে কি করেন ?

উ: ঝিমাইতে দেখলে হয়তো দেখি মুরগীডা একটু সমস্যা আছে নাও টিকতে পারে তখন জব দেই

প্রশ্ন: আর হচ্ছে ওইগুলা কে আলাদা করেন ধরেন পাঁচটা মুরগীকে দেখলেন ঝিমাচ্ছে বা ঠান্ডা লাগছে তখন ওই পাঁচটাকে কি আলাদা করেন নাকি সবগুলাকেই ঔষধ দিয়ে দেন ?

উ: ওষূদ সবগুলাকেই দেই

প্রশ্ন: সবগুলাকেই দিয়ে ওইগুলাকে কি আলাদা করেন ?

উ: না একসাথেই । এইডার সাথে যদি অন্যডা একটু থাকে তাহলে ঠিক হয়ে যাবে

প্রশ্ন: আর ভ্যাকসিন টেকসিন কোন কিছু দেওয়া হয় ?

উ: ভ্যাকসিন খুব একটা দেইনা

প্রশ্ন: ভ্যাকসিন দিলে কিভাবে দিতে হয় ? পানির সাথে মিক্স করে দিতে হয়?

উ: একটা আছে চোখের ড্রপ দেয় তখনে ৪/৫দিনের ভিতরে আর চোখে যদি না দেয় তাহলে পানির সাথে গুলাইয়া দিতে হয়

প্রশ্ন: তো চোখেরটা তো এখন কেউ দেয় না ?

উ: চোখেরটা এখন কমেই দেয়

প্রশ্ন: ধরে ধরে দিতে হয় ?

উ: একটা একটা ধরে দিতে হয় একেক সময় চোখে একটা পড়েনা ,পইরা যায়গা

প্রশ্ন: মুরগী আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

উ: আহত হওয়ার সম্ভাবনা না চোখে দিলে আবার ভাল

প্রশ্ন: ও কার্যকারিতা বেশী হয় ?

উ: কিন্তু দিতে সমস্যা হয়

প্রশ্ন: মানে ধরতে টরতে গেলে কি অসুবিধা হয় ?

উ: সমস্যা হয় কি সময় বেশী লাগে দেহা গেছে কি ৫০০মুরগী যদি থাকে দুইজনে ধইরা দেই তিনঘন্টা লাগব

প্রশ্ন: এখন ধরেন শীত সিজন আসতেছে এই শীত সিজনে তো মুরগীর ঠান্ডা লাগে বেশী বিভিন্ন অসুখ বিসুখ হয় তো ওই ঠান্ডা লাগার জন্য ধরেন প্রতিষেধক মূলক কিছু এন্টিবায়টিক দিয়ে রাখতে হয় আপনি সেগুলো দিছেন কিনা ? ঠান্ডা লাগার সম্ভবনা আছে একটু আগে থেকেই দিয়ে রাখি

উ: ঠান্ডার ওষূদগুলা দেই

প্রশ্ন: ওইগুলি কি এন্টিবায়টিক নাকি সাধারন ঔষধ জানেন কি ?

উ: না এন্টিবায়টিক

প্রশ্ন: তো শুধু ঠান্ডার জন্য এন্টিবায়টিক দেন নাকি অন্য রোগের জন্যও এন্টিবায়টিক দেন ?

উ: না এই ঠান্ডার জন্য

প্রশ্ন: ঠান্ডার জন্য ,এছাড়া ধরেন গাউট অন্য অসুখের জন্য

উ: না ওই সমস্ত অসুখের জন্য একটাই বেশীর ভাগই ঠান্ডার জন্য আমার বড়ধরনের অসুখ হয় নাই যে গাম্বুরা কি ওই রানীক্ষেত্র এইধরনের অসুখ হয় নাই ,ঠান্ডা লাগলে একটু ঠান্ডাই লাগে । ঠান্ডার জন্য ওই ঠান্ডার ওষুদ দেই

TF_2701_CPF

প্রশ্ন: শীতের সিজনে

উ: শীতের সিজনে বেশী হয়,গরম পড়লেও বেশী হয় শীত গরমে

প্রশ্ন: এই গত ছয়মাসের মধ্যে আপনার মুরগীর বড় ধরনের কোন অসুখ বিসুখ হইছে বা সর্বোচ্চ কয়টা মুরগী মারা গেছে গত এক বছরের মধ্যে ? কোন একটা চালানে

উ: এই এমনি মুরগী মনে করেন ৪০/৫০টা যায় বড়জোড়

প্রশ্ন: মানে এক ব্যাচ থেকে ৪০/৫০টা মুরগী মারা যায়

উ: না এমনি আবার কম যায় এক ব্যাচে ৮,১০,২০টা ধরেন এইডার কোন সিস্টেম নাই ।দেগা গেছে মুরগী ভালই হইছে গরম পড়ছে হঠাৎ কইরা মুরগী ইস্ট্রোক করছে ভাল মুরগী কোন সমস্যা নাই মইরা গেছে যেইডা অসুস্থ হেইডা মরেনা

প্রশ্ন: ধরেন স্ট্রোক করা বা এইধরনের ইয়ে থেকে বাচার জন্য কি করেন আপনারা ?

উ: এইডা বাচার জন্য এইডা আমরা কেউ বলতে পারিনা

প্রশ্ন: গরমের সময় গরম কমানোর জন্য কোন

উ: গরমের সময় একটু বেশী হয় কি হাপায়া যায় তারপরে মুরগীডা

প্রশ্ন: ওইডা কি ধরেন বাতাসের ব্যাবস্থা বা কোন ঔষধ

উ: না ফ্যান আছে আর ওষূদের মধ্যে ওরা স্যালাইন খাওয়াইতে বলে ভিটামিন সি খাওয়াইতে বলে

প্রশ্ন: গরমের সময় স্যালাইন আর ভিটামিন সি আচ্ছা তো এই ধরেন শীতের সিজন আসলে কোন বার্ড ফ্লু বা বিভিন্ন অসুখ বিসুখের খবর আসে অনেক সময়তো ধরেন যেটা হয় যে মানে একটা আত্ংকর মতো ছড়ায় যায় যে বার্ড ফ্লু আসতেছে বা অমুক বাড়ীতে অনেকগুলা মারা গেছে এই রকম নিউজ যখন শুনেন আশেপাশে বা অন্যান্য জায়গায় মারা যাচ্ছে তখন কি ব্যবস্থা নেন?

উ: তখন আমার এইধরনের কোন শুনিও নাই যতদিন ধইরা মুরগী পালি এইরকম শুনি নাই আর মুরগী এইভাবে আমার হইতেছে । হয়তো দেহা গেছে অন্য জায়গা হইছে শুনি নাই এইযে আমি মুরগী পালি এক বৎসর ধইরা এর আগে পালছি দুই বৎসর পালার পরে আবার বাদ দিয়া সিংগাপুর গেছিলাম আবার আসছি ,আবার হইলে যাবগা এরমধ্যে যদি হয় তাইলে

প্রশ্ন: এইরকম কখনও হইছে আশেপাশের কোন খামার এ প্রচুর মুরগী মারা গেছে শুনছেন?

উ: না

প্রশ্ন: বা মহামারী হইছে যেখানে প্রচুর পরিমান মুরগী

উ: এইরকম হয় আমার মতে ঠান্ডা লাগে দেহা গেছে ছোট বাচ্চার ঠান্ডা লাগছে বাচ্চা নষ্ট হইছে

প্রশ্ন: আচ্ছা পায়খানা পাতলা পায়খানা হয় যে ওগুলো কি হয় মুরগীর মানে একটু পানি পানি টাইপের ইয়ে হয়

উ: মুরগীর তো নানা রকম একেক দিন একেক রকম হয় দেহা গেছে বদহজম হয় আবার ওই আমাশার ভাব হয় আবার ওইযে জুলা জুলা ওইরকম হাগে আবার দেহা গেছে যে এইটা ওইটা হয় আবার ছোট ছোট ঠান্ডা লাগলে বেশীর ভাগ ছোট ছোট হাগে

প্রশ্ন: আচ্ছা অল্প অল্প কইরা ওইগুলো দেখে কোন ব্যবস্থা নিছেন ?

উ: ব্যবস্থ্ এহন দেহা গেছে যে ঠান্ডার সমস্যা

প্রশ্ন: পায়খানা ঠিক করার জন্য কোন ঔষধ খাওয়ানো হয় নাই

উ: ওই যে বদহজমের জন্য মুখে রুচির জন্য ওইটা আলাদা ভিটামিন খাওয়াই

প্রশ্ন: ভিটামিন খাওয়ান

উ: এইগুলা খুব কম আরকি যখন বেচা বিক্রির ইয়ে হয় তখন দেই

প্রশ্ন: এই যে মুরগীগুলো কে ঔষধ খাওয়ানো বা এন্টিবায়টিক ঔষধ এইগুলা বিক্রির আগ পর্যন্ত কি চলতে থাকে ? কিভাবে

উ: মুরগী যদি সুস্থ থাকে মুরগী মনে করেন সুস্থ আছে তাইলে ওষূদ না খাওয়াইলেই ভাল ,পয়সা যায় ওষুদের জন্যে মনে করেন ৩/৪ হাজার টাকা যায় ৫হাজারেও যায় ওইটা যদি আমি না দেই মুরগী সুস্থ থাকে টাকাটা াামার সেইফ হয়

প্রশ্ন: কিন্তু ধরেন অসুখ বিসুখ টুকটাক দেখতেছেন সেক্ষেত্রে কি আপনার বিক্রি করার আগ দিন পর্যন্ত চালাইয়া যাইতে হয় ?

উ: না তা চালায় না দেহা গেছে মুরগীর সমস্যা দেহা গেছে মুরগী বিক্রি কইরা ফালাইব

প্রশ্ন: বিক্রির কতদিন আগে বন্ধ রাখে ঔষধটা ?

উ: বেশীর ভাগই ৩/৪ দিন

প্রশ্ন: ৩/৪ দিন আগে ,৩/৪দিনের মধ্যে তো মইরাও যাইতে পারে

উ: যদি অসুস্থ থাকে তাইলেতো আপনার চালাইয়া যাইতে হয় এরপরে যদি দেহা গেছে কোন সমস্যা থাকে এইগুলা বিক্রি কইরা ফালায় । বিক্রি না করলে মনে করেন লস হইব,ফার্মওয়ালার লস হইয়া যায় এজেন্ট আছে তাগোরে টাকা দেওন লাগে

প্রশ্ন: ওইটা পরিশোধ করার টেনশন থাকে না

উ: টেনশন থাকে না ওইজন্যে ওর কাছে গেলে বলে আমার মুরগীর জ্বর আছে বা সমস্যা আছে

প্রশ্ন: সাধারনত বিক্রি করেন কতদিন বয়সে ?

উ: সাধারনত আমি ২৮,৩০,৩২ এইভাবে বিক্রি করি

প্রশ্ন: তো অনেক সময় আমাদের মধ্যে একটা আতংক কাজ করে যে ধরেন অসুখ হোক না হোক আগে থেকেই ঔষধ খাইয়া রাখি একটু ভয় কাজ করে ধরেন আশেপাশের লোকজনের অসুখ বিসুখ হচ্ছে ওইটা দেখে নিজেরাই আগাম ঔষধ খাই বা আতংক গ্রস্থ থাকি তো খামারীদের মধ্যে এইরকম কখনও কাজ করে কিনা যে অহেতুক প্রয়োজন নাই ভয় থাকে

উ: এইরকম ওষুদ খাওয়ানো হয় না যারা ইকরে মানে কি বলে গাম্বুরা রোগ তারপরে রানীক্ষেত্র এই ধরনের রোগের জন্য ওরা বেশীর ভাগই মুরগী তিরিশ দিনের ভিতরে একটু সমস্যা থাকে মানে টেনশন থাকে এই রোগটা বেশী হইলে হইতে পারে ভ্যাকসিন করুক আর না করুক এই সমস্যাটা হয় ।ওইটা নিয়া আমরা একটু সর্তক থাকতে হয় যে হতেও তো পারে দেখতে হয় মুরগী সবসময় দেখন লাগে যে মুরগীর কোনটা সমস্যা হয় কিনা

প্রশ্ন: আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে কিছু জিনিসের ইয়ে করতে বলা হয় ধরেন যাতে বাইরে থেকে রোগ জীবানু না যায় বা সাবধানতার কিছু ব্যাপার থাকে তো এইগুলা কিভাবে কি করেন ?

উ: বাহিরে থেকে কোন রোগ এখন আমি এতটুকু ই করিনাই আমি মুরগী পালি বাহিরে থাইকা ভাইরাস যে মুরগীর সমস্যা করব এই ধরনের ইয়া

প্রশ্ন: যেমন ধরেন দেশী মুরগী এইগুলিতো ঘুইরা ঘুইরা খায় এইগুলা ভিতরে ঢুকতে পারে না

উ: না এইগুলি ঢুকতে পারে না

প্রশ্ন: পাখি টাখি এইগুলো কবুতর

উ: না

প্রশ্ন: মুরগী পালার ক্ষেত্রে শীতকাল আর বর্ষাকাল দুই সিজনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে

উ: না এমনে কোন

প্রশ্ন: যেমন ধরেন শীতকাল এ অসুখ বিসুখ বেশী হয়

উ: শীতকালে একটু সমস্যা বেশী হয়

প্রশ্ন: পরির্যার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য আছে কিনা যেমন আপনি বললেন শীতকালে ঔষধ বেশী দিতে হয় কারন ঠান্ডা বেশী লাগে আবার অতিরিক্ত গরম পড়লেও তো এইরকম দুই সময়ের মধ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বা ঔষধ খাওয়ানো বা খাবারের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য আছে ?

উ: শীতের মধ্যে একটু পরিশ্রম বেশী হয় শীতের সময় তাপমাত্রা একটু বেশী থাকে

প্রশ্ন: তাপমাত্রা একটু বেশী থাকে আর ঔষধও বেশী দিতে হয়

উ: ওষুদ যদি মনে করেন যদি এই মুরগীগুলা সুস্থ থাকে ওষূদ দিতে হয়না আর মুরগী অসুস্থ থাকলে একটু ওষুদ দিতে হয় ঠান্ডা লাগছে ঠান্ডার ওষূদ দেওন লাগব

প্রশ্ন: এইটা কি সাধারনত শীতকালে বেশী হয় নাকি ?

উ: বেশী হয় শীতকালে হয়

প্রশ্ন: এইযে ধরেন এইমাত্র বললেন তুষগুলা অনেক সময় নোংরা হয় বা আরো অনেক ধরনের ময়লা তৈরী হয় ভিতরে মুরগীগুলা আরো বড় হয় তখন তো বেশী কইরা পায়খানা করে তো সেইগুলো পরিস্কার করেন কিভাবে ?

উ: এই সবটি কইরা একসাথে পরিস্কার করে ফেলি

প্রশ্ন: মানে মুরগী তুলে সব পরিস্কার করেন মাঝখানে যদি ধেখেন যে প্রচুর পরিমান পায়খানা করছে নোংরা লাগতেছে

উ: মনে করেন এইখানে একটু ভিইজা গেছে,ভিজা থাইকা যেকোন ধরনের অসুখ হইতে পারে গন্ধ হবে গন্ধ থেকে যেকোন একটা অসুখ হবে মুরগী বইসা থাকলে মুরগীটার অসুখ হবে ওইটুকু ফালাইয়া দেই

প্রশ্ন: কিভাবে তুলেন ?

উ: এই বেলচা আছে

প্রশ্ন: বেলচা দিয়ে তুলে তারপর কোথায় ফেলেন ?

উ: বেলচা দিয়া ই দিয়া একবারে পিছনে ই আছে যে

প্রশ্ন: পাগার

উ: গাতার মতো আছে সেখানে

প্রশ্ন: পানি টানি আছে

উ: না শুকনা জায়গা আছে বর্ষা হইলে পানি আসে তাছাড়া না

প্রশ্ন: মানে পরিত্যক্ত একটা গর্তের মধ্যে ফেলা হয় যেগুলা মুরগী ধরেন একটু বড় হয় ওগুলো অসুখ দেখলে জব করে খান যেগুলো মরে যায় সেগুলো কোথায় ফেলেন ?

উ: মরে গেলে ওইদিকেই ফেলাই শিয়ালে খায় কুকুরে খায়

প্রশ্ন: শেয়াল কুকুরে খায় জবাই করলে সেগুলোর রক্ত টক্ত এগুলো কলের পারে

উ: কলের পারে এইখানে জব করি ধুইয়া দেই

প্রশ্ন: মুরগী ধরেন বাড়ীতে যখন রান্না হয় বা জবাই দেয়া হয় গায়ের চামড়া টামড়া ওইগুলা কি বাড়ীর ময়লা আর্বজনা ওইগুলা একসাথে ফেলে দেন ?

উ: মুরগী জবাই করি একসাথে বাহিরে ফেলাই ওই চামড়া টামড়া যা আছে কুকুরে খাইয়া ফেলে

প্রশ্ন: সব ময়লার সাথে নাকি আলাদা কইরা ফালাইয়া দেন ?

উ: না সব ময়লার সাথে না দেহা গেছে খালি মুরগী জবাই কইরা ময়লা একখানেই ফালাই দিছি কুকুরে

প্রশ্ন: কাথায় এটা ?

উ: পিছন বাড়ীতে

প্রশ্ন: ওই যে গর্তের কথা বললেন

উ: হ

প্রশ্ন: ওগুলো হচ্ছে কুকুরে খায়

উ: কুকুর আইসা নিয়া যায়গা

প্রশ্ন: এইযে আমরা কোন কোন জায়গায় দেখি যে নিচের লিটারগুলা বা তুষগুলা এইগুলা অনেক মাছ খামারীরা কিনে নেয় এইটা অন্য কাজে ব্যবহার করে আপনার এইখানে কখনও এইরকম হইছে

উ: না আমাদের এইখানে কেউ আসে নাই

প্রশ্ন: আবার অনেকে ক্ষেতে দেয় আপনি কখনও বাড়ীর গাছপালায় দেন নাই ওগুলো ?

উ: না আমি দেই নাই

প্রশ্ন: বা আশেপাশের ধান ক্ষেতের মধ্যে দেন নাই ?

উ: না দেই নাই

প্রশ্ন: নিজের বাড়ীর গাছপালায় সার হিসাবে কখনও ব্যবহার করেন নাই ?

উ: না করি নাই

প্রশ্ন: এমনি এই গ্রামের কাউকে কখনও দেখেন নাই যে এইগুলি বিক্রি করতেছে ?

উ: না

প্রশ্ন: এইযে ময়লাগুলা ফেলা কি পরিশ্রম সাধ্য নাকি ?

উ: না বেশী পরিশ্রম নাতো ওই দেহা গেছে যে ঘরডা পরিস্কার করছি এই আধা ঘন্টা থেকে একঘন্টা সময় লাগে দুইজন মানুষ

প্রশ্ন: এইযে ধরেন ময়লাগুলো যে ফেললেন ওইটা থেকে ধরেন ব্রয়লার মুরগীর ময়লাগুলোই গর্তের মধ্যে ফেললেন এইগুলো কি আপনার দেশী মুরগী বা অন্য কোন কিছু গিয়ে ওইখানে হাটা চলাতো করতে পারে বা খাইতে পারে এইরকম সম্ভাবনা নাই ?

উ: এইরকম যায় দেশী মুরগী যায়

প্রশ্ন: ওর মধ্যেতো খাবারও থাকে দেশী মুরগী নিশ্চয়ই ওইগুলা খাইতে যায়?

উ: হ

প্রশ্ন: তো কখনও এইরকম ইয়া হইছে কিনা দেশী মুরগীর কোন রোগ

উ: না দেশী মুরগীর সমস্যা হয়না

প্রশ্ন: এইযে ময়লা ফেলার ক্ষেত্রে এইটাও কি আপনার শীতকাল র্বষাকাল সবসময় একি রকম ?

উ: না একি

প্রশ্ন: মানে একি ভাবে ফেলেন ? আচ্ছা কোন র্পাথক্য নাই

উ: ওই জায়গায় যদি র্বষাকালে পানি আসে নৌকায় কইরা আমার যে ক্ষেত আছে ক্ষেতে ফালাইয়া দিয়া আসি

প্রশ্ন: তো এমনি তো এইখানে ফেলেন তো র্বষাকালে নৌকা দিয়া আবার ওইদিক কেন ?

উ: বর্ষাকালে পানি উঠে পানি পার হইয়া যাওন লাগে যাওয়া যায়না যাওয়ার সমস্যা ফালানি সম্ভব না

প্রশ্ন: কেন মানে আশেপাশে হইলে আশেপাশে গন্ধ হবে এইজন্য ?

উ: হ গন্ধ হবে এইজন্য ফাকে নিয়া বর্সাকালে একটু

প্রশ্ন: শুকনা জায়গায় ফেলেন না পানিতে ফেলেন ?

উ: একটু দুরে

প্রশ্ন: বাড়ীর থেকে একটু দুরে আচ্ছা এইযে ধরেন কিছু নিয়ম যেমন বলা হয় মরা মুরগীটাকে মুরগীর নিরাপত্তার জন্যই বলা হয় যে কোন মুরগী মরে গেলে বা এইযে আবর্জনাগুলো গর্ত করে ফেইলা আবার ঢেকে রাখতে বলে তো অধিকাংশ খামারী এইটা করেনা কেন করেনা বইলা মনে হয় ?

উ: আমি সেটা বলতে পারবনা

প্রশ্ন: আপনার ক্ষেত্রেই বলেন আপনি কেন ফেলেন না

উ: আমি এখানে গর্ত কইরা ফেলিনা কেউ কেউ বলেযে গর্ত কইরা ফেললে শিয়াল কম আসে আমি যদি এইখানে ফেলি ওই কুকুর আছে কুকুরে নিয়া যায় রাত্রে ফেললে হয়তো কুকুরে আসে নাহয় শেয়াল আসে

প্রশ্ন: যেমন ধরেন একটা হচ্ছে যে আমরা যেটা করি হচ্ছে গিয়ে সবসময় আমরা বইতে পড়ি টিভিতে শুনি খাবার আগে সবান দিয়া হাত ধুয়ে ভাত খাবেন আমরা কিন্তু প্রায় সময় সেটা করিনা এখন ধরেন কোন মানুষ আছে আলসামীর কারনে করেনা কেউ আছে যে বিষয়টাকে গুরুত্ব দেয় না কেউ আছে জানেনা তো আবার অনেকেই আছে যে হাতের কাছে সাবান থাকেনা দেখে হাত না ধুয়ে খায় তো এইযে ময়লা ফেলাটা ধরেন কি জানতেন যে এইটা এইভাবে ফেলতে হয় ? যে গর্ত করে ফেলতে হয়

উ: না, আমি জানতাম যে গর্ত কইরা ফেলতে হয় আমার এইখানে গর্ত ছিল ওইখানে তো মাটি কাটা হইছে গর্ত আছে

প্রশ্ন: ফেলার জায়গা আছে দেখে আর ইয়ে করেনা ,তো অধিকাংশ মানুষ আসলে কেন মানে গর্ত করে এইটা আসলে পরিশ্রম বেশী দেখে করেনা নাকি ? কেন

উ: গর্ত ভইরা গেছে ছোট গর্ত তো অনেকসময় ই লাগে

প্রশ্ন: আর ওই যে

উ: আর পোল্ট্রি ফার্ম বেশী আর কেউ কেউ করতেছে ওই যে ই করে বায়োগ্যাসের সিস্টেম আছে

প্রশ্ন: অনেকেই দেখি পুড়াইয়া ফেলে ?

উ: হ, কেউ আছে হয়তো ভাল দেইখ্যা পুরাইয়া ফেলে

প্রশ্ন: এই যে এইগুলি যে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করেন বা ইয়ে করেন এজন্য নিজে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য কিছু করেন কি যাতে আপনার নিজের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে ?

উ: এইটা মধ্যে এখন ব্যক্তিগতের মধ্যে মাস্ক লাগাই একটু

প্রশ্ন: মাস্ক কি সবসময় লাগানো হয় নাকি ?

উ: হ,হ মুখে কাপড় একটা লাগাই

প্রশ্ন: কাপড় নাকি কেনা মাস্ক

উ: কেনাই কাপড়ের

প্রশ্ন: গন্ধের জন্য ?

উ: গন্ধের জন্য,ধুলা বালির জন্য এইটাই

প্রশ্ন: এছাড়া ধরেন অন্য কোন কিছু ব্যবহার করেন না ?

উ: না

প্রশ্ন: এইযে যখন মাস্ক পড়েন এছাড়া জুতা যখন ভিতরে ঢুকেন তখন বাইরের জুতা নিয়ে ঢুকেন নাকি ?

উ: না একেক সময় বাইরের ,ভিতরে স্যান্ডেল থাকে

প্রশ্ন: এখন কি আছে এইখানে ?

উ: কি

প্রশ্ন: ভিতরে স্যান্ডেল ?

উ: না এখন নাই

প্রশ্ন: সাধারনত কখন পড়েন না ভিতরে

উ: কি

প্রশ্ন: মানে ভিতরে স্যান্ডেল আলাদা রাখেন না কেন ?

উ: এই একটা এখন বাচ্চা তো এখন সাইড দিয়া যাওয়া যায়

প্রশ্ন: সাইড দিয়া ও আচ্ছা মানে ভিতর বেশী নোংরা হয় নাই

উ: ভিতর বেশী নোংরা হয় নাই ভিতর বেশী যাইতে হয়না সাইডে থাকলে এখন বাচ্চা কম সাইড সাইড দিয়া খানা বা পানি দেয়া যায় ভিতরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না

প্রশ্ন: ভিতরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না ?

উ: যখন ফার্ম বাড়াইয়া দিমু তখন খাদ্য বা পানি নিয়া ভিতরে যাওয়ার দরকার আছে

প্রশ্ন: এছাড়া কখনও কি গ্লাভস টাভস পইরা কাজ করছেন ?

উ: না

প্রশ্ন: করা হয়নাই,এইযে গ্লাভস বা অন্যান্য মুখের ইয়ে টিয়ে এইগুলি কি কিনতে পাওয়া যায় নাকি ?

উ: কিনতে পাওয়া যায়

প্রশ্ন: তারপরে স্প্রে করে অনেকে তো স্প্রে কখনও করছেন ?

উ: স্প্রে কখনও করিনাই

প্রশ্ন: এইযে গ্লাভস বা মাস্ক এইগুলি ধরেন এজেন্টের কাছে কিনতে পাওয়া যায়

উ: এজেন্টের কাছে থেকে আনি নাই আমি এমনে দোকান থাইকাই আনছি কাপড়ের দোকান টোকান এইগুলা বেচে ওইখান থেকে আনছি

প্রশ্ন: গ্লাভসটা কখনও ব্যবহার করা হয়নাই কেন ?

উ: কাজ হাতদিয়া যদি ভিতরে কাজ করে তখন ব্যবহার করা হয় ওআছে আমার কাছে কিন্তু ব্যবহার করিনা আমি যদি ভুশী ইকরি কারাল(জানিনা এটা কি বলেছে)

প্রশ্ন: কারাল কি

উ:ওইযে খড় টর যে নাড়া চাড়া করে এইরকম

প্রশ্ন: এইযে কাটা কাটা থাকে যে টান দেয় এইরকম

উ: না কাটা কাটা না

প্রশ্ন: তাইলে

উ: ওইযে এখানে আছে

প্রশ্ন: ও বুঝছি ওইটা দিয়া নেড়ে দেন

উ: ওইটা দিয়া নেড়ে মনে করেন খুচাইয়া দেই মানে ভুসিগুলা একটু উল্টানো হয় আরকি

প্রশ্ন: ওআচ্ছা উল্টাইয়া দেন?

উ: হ তখন ভুসিগুলা একটু নিচে গেল শুকনাটা একটু উপরে আসলো

প্রশ্ন: তো এইগুলো নাড়াচারা করার পর তারপরে কি করেন ? ধরেন এইযে বের হইলেন পরিস্কার টরিস্কার কওে তখন কি করেন ?

উ: যখন নাড়াচাড়া করি ,নাড়াচাড়া করলে তো দুপুরে করাহয় তারপর গোসল টোসল করি ,নাড়াচাড়া করছি পানি আগে দিছি এই ভুসি নাড়াচাড়া করছি

প্রশ্ন: যখন এইটা মানে কারাল দিয়া যখন নাড়েন তখনতো আর হাতে লাগে না আচ্ছা যখন হাত দিয়া ধরেন টরেন তখন কি করেন ?

উ: হাত দিয়া ধরা হয় খুব কম

প্রশ্ন: তো খাবার দেওয়া সময়তো

উ: খাবার দেওয়া সময়তো ইআছে ডাব্বার ভিতরেই দেই বাটি আছে বাটিতে খানা উঠাইয়া ভিতরে ঢালি

প্রশ্ন: লিটারগুলো ধুইতে হয়না

উ: লিটারগুলো ধুইতে হয়

প্রশ্ন: কিভাবে ধোন সেটা ?

উ: এইখানে

প্রশ্ন: এইটা তো হাত দিয়া ধোন

উ: ওইটা হাত দিয়া ধুইতে হয়

প্রশ্ন: হাত দিয়ে ঘষে পরিস্কার করতে হয়না ?

উ: ঘষে মাজে পরিস্কার করি যদি পিছল পিছল হইয়া যায় তাইলে পরিস্কার করতে হয়

প্রশ্ন: তখনতো হাত দিয়া ধরতে হয় ?

উ: সবসময় হাত দিয়াই ধরতে হয়

প্রশ্ন: হাত দিয়াতো ঘষতে হয় তখন তো আর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য কিছু করেননা

উ: না তখন আর গ্লাভস লাগেনা ,গ্লাভস লাগাইলে দেহা গেছে ছোট ঘষা দিলে গ্লাভসটা ছিইরা যাইব

প্রশ্ন: অনেকেই বলে যে গ্লাভস পড়ে কাজ করে আরাম পাইনা আপনার ক্ষেত্রে এইরকম মনে হয় কখনও ?

উ: এইরকম মনে তা মনে হয়না আরাম আছে কিন্তু একেক সময় ই মনে হয়

প্রশ্ন: এই যে একটা কথা বললেন যে হাত ধুয়া হয়না সাধারনত একদম গোসল টোসল করে তো সাধারনত হাত ধুয়া হয় না কেন ?আসলে কোন কোন কাজগুলা ক্ষেত্রে হাত ধুন আর কোন কোন কাজগুলার ক্ষেত্রে হাত ধুননা ?

উ: হাত তো ধুয়া হয় একসাথে গোসল করলেতো হাত ধুয়াই হইল

প্রশ্ন: তো এই যে এখন যদি আপনি নাড়াচাড়া করেন তখন

উ: নাড়াচাড়া করলে তো হাত ধুইতেই হবে

প্রশ্ন: কিভাবে হাত ধোন

উ: এইযে এইযে এইখানে পানি আছে ট্যাপ ছাইরা পানি দিয়া ধুইয়া হয়তো দেহা গেছে আমি ময়লা ছানছি এই মুরগীর লিটার ধরছি এখন সাবান দিয়া ধমু

প্রশ্ন: লিটার টিটার ধরলে হচ্ছে সাবান দিয়া ধোন ?

উ: হ

প্রশ্ন: আর নরমালী হচ্ছে

উ: কি আমি একটু ..কি আমি খানা দিলাম ,খানার মধ্যেতো কিছু ধুলি বালি ই পাউডার গুড়া গুড়া থাকে তখন হাতটা পরিস্কার করি

প্রশ্ন: ধোয়ে নেন আচ্ছা আর মুরগী টুরগী ধরেন কখনও এই জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরাইতে হয় তখন তো সাবান দিয়ে মনে হয়

উ: হ,ধুইতে হবে

প্রশ্ন: সাবান দিয়া ধুইতে হয় নাকি এমনি

উ: সাবান দিয়া ধুয়া হয়

প্রশ্ন: মুরগী তো পরিস্কারেই

উ: মুরগী পরিস্কার তারপরেও থাকে কারন মুরগী তো আর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেয়া হয়না যখন মুরগী বেচা তখন মুরগী ধরতে হয় এর আগেতো ধরতে তারপরে যখন মুরগী দুই একটা মরব মরার পরে তো ফালানোর সময় তো হাত ধুই

প্রশ্ন: ফালানোর সময় ?

উ: মুরগীডা ফালাইয়া দিলাম তারপরতো হাত ধুয়াই হয়

প্রশ্ন: সাবান দিয়া নাকি পানি দিয়া ?

উ: সাবান দিয়া

প্রশ্ন: তো এই হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে কোন জিনিসগুলা উৎসাহ দেয় আপনাকে ধরেন আমি যখন একটা কাজ করি তখন আমার কাজের পিছনে তো একটা উৎসাহ থাকে আমি এইজন্য এইকাজটা করি তো হাত ধোয়া ক্ষেত্রে আপনার উৎসাহটা কিভাবে কাজ করে ?

উ: হাত ধুইলে হাতটা পরিস্কার দেখা যায় নিজের কাছেও একটা কোন ইয়ে হয়না

প্রশ্ন: আচ্ছা ঘিন্নাবোধ কাজ করেনা

উ: ঘিন্নাবোধ কাজ করেনা

প্রশ্ন: আর হাত ধোয়র ক্ষেত্রে বাধাগুলো কি কি সাধারনত ? যেমন আমি একটা উদাহারন দিলাম আমরা ভাত খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুইতে হয় এইটা আমিও জানি তো অনেক সময় ধুইনা এইরকম তো কিছু বাধা থাকে তো আপনার ক্ষেত্রে বাধা কি কি ?

উ: খাওয়ার সময় তো হাত ধুই সাবান

প্রশ্ন: খাবার না এইযে পোল্ট্রি নাড়াচাড়ার পর যে সাবান দিয়া হাত ধুয়া হয়না সেটা কারনগুলা কি হয় সাধারনত:

উ: কারন কিছুইনা ,ওই অলসতা

প্রশ্ন: অলসতা তো এইযে জায়গাগুলো যখন পরিস্কার করেন তখন মুরগীগুলো সরাইয়া ফেলেন পরিস্কারটা কিভাবে করতে হয় ? ফ্লোরটা এইটা কি সিমেন্ট করা

উ: না

প্রশ্ন: মাটির, কিভাবে পরিস্কার করেন ?

উ: ভুসি সকালে দিমু

প্রশ্ন: ওইটা কি ফালাইয়া দিয়া ঝাড়ু দিতে হয় ?

উ: হ

প্রশ্ন: ভুসিটা তুলেন কি দিয়ে ? বেলচা দিয়ে সব

উ: বেলচা আছে

প্রশ্ন: ভুষি তুলে ফেলে দিয়ে এসে তারপরে ?

উ: তারপরে এইটা ঝাড়ু দিই ঝাড়ু দেয়ার পরে এইটা লেপ দেয়া হয়

প্রশ্ন: লেপে,লেপের কাজটা কে করে ?

উ: অন্য লোক দিয়া করাই

প্রশ্ন: লেপের কাজের মধ্যে ওইখানে কোন মিশাইতে হয় কোন মেডিসিন বা কোন কিছু

উ: না কোন মেডিসিন না এমনে মাটি আছে ভাল আর ধানের তুষ

প্রশ্ন: মাটির সংগে মিশাইয়া দেন ?

উ: হ

প্রশ্ন: অনেকে দেখি চুনা টুনা ব্যবহার করে

উ: চুনা ওইডা পড়ে লেপার পড়ে যখন মুরগী উঠামু তখন চুনা দিয়া রাখমু

প্রশ্ন: চুনা দিয়া রাখেন কয়দিন রাখেন ?

উ: এই ৩/৪ দিন হয়তো আগে দিয়া থুইছি শুকায় যায় মনে করেন ১/২ মাস যায় উঠাইনা

প্রশ্ন: এছাড়া কোন স্প্রে বা অন্য কোন কিছু

উ: না কোন স্প্রে করিনা

প্রশ্ন: আচ্ছা এমনি ধরেন যে সরঞ্জামাদি লিটার টিটারগুলো মুরগী উঠানোর আগে কি ধুয়ে দিতে হয় ?

উ: হ্যা,ধুয়ে দিতে হয়

প্রশ্ন:এইটা কিভাবে ধূন ?

উ: এইগুলা ভাল কইরা যতকিছু আছে সবকিছুই ধুই

প্রশ্ন: ওইটা কি ঘষে পানি দিয়ে ধোন নাকি কোন কিছু ব্যবহার করেন ?

উ: পানি দিয়ে হুইল পাউডার আছে সেগুলি দিয়ে

প্রশ্ন: তো এইগুলো পরিস্কার করার ক্ষেত্রে ধরেন এইযে হুইল দিয়ে ঘষে ধুয়ার ক্ষেত্রে বা পরিস্কার করার ক্ষেত্রে কোন অলসতা বা কোন বাধা কাজ করে নাকি ?

উ: না তাতো বাধা কাজ করেনা এই আমার জানা আছে যে এইগুলা আমার পরিস্কার করতে হবে আবার মুরগী উডামু এইডার থেকে কোন সমস্যা হতে পারে মুরগীর।

প্রশ্ন: মানে সাবধানতা

উ: আগাম সাবধানতা

প্রশ্ন: তো এইযে বলতেছিলেন কোন অসুখ বিসুখ বা ইয়ের ক্ষেত্রে কোন ঔষধ খাওয়াবো বা কোন খাবার খাওয়াবো এই তথ্যগুলো কি সব এজেন্টের কাছে পান ?

উ: ওই এজেন্টই বলে আর নিজের এর আগে দুই বৎসর পালছি আরো যারা এইরকম পালছে এদের কাছে যোগাযোগ করে অভিজ্ঞতা নিজেরও আছে। আর এইটা যদি বলি আমার মুরগীর এইরকম ঠান্ডা টান্ডা লাগছে ,আপনি ঠান্ডার একটা ঔষদ দিয়েন কোনটা ভাল হয় এইরকম সেই একটা দিয়ে দিল না হলে নাম বইলা দিল অমুখ ওষুদটা দিয়েন এইরকম আরকি।

প্রশ্ন: নিজের অভিজ্ঞতা আশেপাশের লোকজন আর এজেন্টদের কাছে তো এইখানে ধরেন পশু সম্পদের একটা অফিস আছে না উপজেলায় তো ওইখানে কখনো কোন তথ্যের জন্য গেছিলেন ?

উ: না আমি কখনও যাই নাই

প্রশ্ন: ওইখান থেকে কেউ কখনও খোজ খবর নিতে আসেনি

উ: না ওইখান থেকে কেউ আসেনি

প্রশ্ন: ওখান থেকে কোন নিয়ম কানুন আছে যে এই খাবার এইভাবে দিতে হবে এই ঔষধ এইভাবে দিতে হবে এইটা করতে হবে ?

উ: হয়তো আছে আমি এইটা সঠিক জানিনা

প্রশ্ন: আচ্ছা এই যে একজন সফল ভাবে একটা লট বিক্রির জন্য কি কি বিষয় আসলে মাথায় রাথা উচিত? মানে আপনি একটা ব্যাচ মুরগী নিয়া আসলেন এইটা আপনি সাকসেসফুলি বাজারে বিক্রি করতে চান যাতে লসটা কম হয় লাভটা বেশী হয় সেক্ষেত্রে কি কি জিনিস মানা উচিত ?

উ: আমরা এইখানে মুরগী দেখব মুরগীর ওজন কিরকম আসে মুরগীর ওজন যদি বেশী থাকে দামওতো বাজারে যেরকম আছে সেরকম বেচতে হবে এইডা আমরা যদি বলি না বেশী দামে বেচব তাতো হয়না যেরকম আছে সেরকম বেচতে হবে

প্রশ্ন: মুরগীটার ওজন বেশী করার জন্য কি করেন সাধারনত:

উ: মুরগীটার ওজন বেশী করার জন্য সাধারনত: কেউ কেউ তো ভিটামিন খাওয়ায় কিন্তু ওজন হয় কিনা সেটা নিজেও বলতে পারে না ।

প্রশ্ন: এটা কি ভিটামিনের জন্য হয় নাকি এমনেই হয় ?

উ: ভিটামিনের জন্য হয় নাকি এমনেই হয় সেটা আমি নিজেও বলতে পারেনা ওই হিসাবে খাওয়ায়

প্রশ্ন: আচ্ছা আপনি কি করেন ওজন বাড়ানোর জন্য কি এক্সট্রা ভিটামিন দেন

উ: আমিতো বললাম আপনাকে আগেই

প্রশ্ন: দরকার না হইলে

উ: দরকার না হইলে আমি দেইনা

প্রশ্ন: সাধারনত: খাবার খেয়েই যদি ওজন ঠিক থাকে তাইলে আর

উ:হ এখন যদি বলে যে আজকে মুরগীর ২০,২২.২৫ দিন হইয়া গেছে আমার মুরগীর ওজন এককেজি হয় নাই তখন দিতে হয় তাইলে বললাম যে মুরগীর ওজন তো আইতাছেনা তখন বলি মুরগীর ওজন ছোট দেখতেছি কি করা যায় তখন বলল যে একটা ভিটামিন খাওয়াও নানান কোম্পানীর নানান ভিটামিন আছে ওইটা একটা খাওয়ান ওইরকম একটা আইনা খাওয়াই

প্রশ্ন: এই যে ধরেন আরো ভাল তথ্য পাওয়ার জন্য বা আরো সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য আপনি সরকারের কাছ থেকে কি আশা করেন ? যেমন ধরেন যে এইখানে আপনারা এজেন্টের মাধ্যমে সবকিছু শুনতেছেন তো কোন জিনিসটা করলে ভাল হয় যার মাধ্যমে আপনি আরো ভালভাবে তথ্য পাবেন বা মুরগী পালার ক্ষেত্রে আরো সফলভাবে আরো পালতে পারবেন সেটা জানতে পারবেন ? কি করলে ভাল হয়?

উ: এটা সাধারনত: মুরগীর বাচ্চাগুলা দামটা জানি কম রাখে

প্রশ্ন: সরকারের নিয়ন্ত্রনে যেন থাকে ?

উ: মুরগীর দাম যেন কম থাকে দেহা গেছে ২০.৩০.৩৫ এর মধ্যে কিন্তু সবসময় বাচ্চা দাম থাকে তা হইলেও হয় বাচ্চার দাম৯০/ ১০০ টাকা একদিনের বাচ্চা তাইলে একটা বাচ্চা দাম যদি ১০০ টাকা হয় বিশটা তিরিশটা বাচ্চার যদি ই করা হয় তাইলে উইঠা আসে

প্রশ্ন: বাচ্চা দামের সাথে লাভের সর্ম্পক ?

উ: হ লাভের সাথে সর্ম্পক

প্রশ্ন: আচ্ছা এন্টিবায়টিকের এই শব্দটা তো শুনছেন মনে হয় ?

উ: হ্যা শুনছি

প্রশ্ন: এন্টিবায়টিক আমরা নিজেরাও খাই অসুখ বিসুখ হইলে ডাক্তার দেয় এন্টিবায়টিক আপনার পরিবারের লোকজনের জন্য অসুখ বিসুখ হইলে বা আপনার অসুখ বিসুখ হইলে এন্টিবাঢটিক ঔষধ খাইছেন কখনও ?

উ: এন্টিবায়টিকের মধ্যে ওই যে ডাক্তারের কাছ থেকে এই নাপা এই আপনার গ্যাস্টিকের ওষুদ

প্রশ্ন: কিছু ঔষধ আছে এন্টিবায়টিক কিছু ঔষধ আছে নরমাল

উ: এই সমস্ত কিছু

প্রশ্ন: আপনার অসুখের ক্ষেত্রে কখনও খাইছেন

উ: না এই ধরনের ওই মাথা ব্যাথা হইলে ওইগুলা খাওয়া হয় আর যদি দেহা যায় বেশী সমস্যা হইছে ডাক্তারের কাছে বড় ডাক্তারের কাছে যাই তখন কোন বড় সমস্যা হইলে দেহা গেছে যে হয়তো গ্যাস্টিকের সমস্যা কি জ্বরের সমস্যা কি সর্দি কাশির সমস্যা এই অন্য ধরনের ওষূদ দেয়

প্রশ্ন: কিন্তু সেটা এন্টিবায়টিক কিনা জানেন না ? যেটা দেয় সেটা খান

উ: না

প্রশ্ন: তো এন্টিবায়টিক সম্পর্কে আপনার ধারনা কি ?

উ: আমি এইটা সঠিক জানিনা

প্রশ্ন: কখনও কি শুনছেন কিনা এন্টিবায়টিকের কোন ভাল দিক আছে ?

উ: তাও শুনি নাই

প্রশ্ন: বা কোন খারাপ দিক আছে ?

উ: এইটাও শুনি নাই আমারে বলছে খালি যে মুরগীরে এন্টিবায়টিক ওষুদ খাওয়াও

প্রশ্ন: এইটা কি ভাল হিসাবে জানেন নাকি খারাপ হিসাবে জানেন ?

উ: না আমি ভাল খারাপ কিছু বলতে পারব না

প্রশ্ন: কিন্তু কখনও কি শুনছেন মানুষের ক্ষেত্রে যে এন্টিবায়টিক ব্যবহার হয় সেটা ক্ষতিকর বা ভাল কোন দিক আছে ?

উ: এখন ডাক্তার যখন যা দেয় ভালই মনে করি

প্রশ্ন: ডাক্তার যখন দেয় ভাল বুঝেই দেয় আচ্ছা এই যে এতদিন ধরে যে মুরগী পালন করছেন কখনও ডশ কোন অসুখ বিসুখ থেকে মনে হইছে যে আমার এই অসুখটা মুরগী পালার কারনে হইতে পারে ?

উ: না এই ধরনের অসুখ বিসুখ হয়ও নাই আর মনে করিও নাই যে এই মুরগী পালার থাইকা হয়তো দেহা গেছে একটু ঠান্ডা লাগছে ধুলা বালি থাইকাও লাগতে পারে

প্রশ্ন: ধুলা বালি থেকে লাগতে পারে ?

উ: ধুলা বালি থাইকাও আর ঠান্ডার থাইকাও লাগতে পারে টিওবলের পানি দিয়া গোসল করি হঠাৎ কইরা ঠান্ডা লাগতে পারে বরফের পানিতে এ ফ্রিজের পানি খাইলেও লাগতে পারে

প্রশ্ন: সেটা মুরগী থেকে হইছে এইরকম মনে হয়না ?

উ: মুরগী থেকে হইছে এইরকম মনে হয়না

ডাশ আছে সানোওয়ার ভাই অনেক সময় নিয়া কথা বললাম তো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।